ঘাটাল মহকুমার দর্পণ

স্থানীয় সংবাদ

• সমগ্র ঘাটাল মহকুমার বহুল প্রচারিত পাক্ষিক সংবাদপত্র •

আমার সমস্ত চিকিৎসা
জি.এফ.সি-তে

প্রতি মুহূর্তে ঘাটাল মহকুমার খবর পেতে www.ghatal.net-এ চোখ রাখুন

•বর্ষ: ৮ সংখ্যা: ১৫ • ১ জানুয়ারি ২০১৯ মঙ্গলবার • STHANIYA SAMBAD [Fortnightly Newspaper] • মোট ৪ পাতা • ₹ ১

•যোগাযোগ: ৯৯৩৩৯৯৮১৭৭/৯৭৩২৭৩৮০১৫ •ইমেল: ss.ghatal@gmail.com •ওয়েবসাইট: www.ghatal.net • ফেসবুক: www.fb.com/SthaniyaSambad.Ghatal

নদীতে দূষণ, হেলদোল নেই কারও

অরুণাভ বেরা

•শিলাবতী নদীর দুইপাড়ে ঘাটালের জনপদ গড়ে উঠেছে। ইংরেজ আমলে নদীই ছিল বাণিজ্যের মাধ্যম। কিন্তু কিছু মানুষের অবিবেচক কাজের ফলে দূষিত হচ্ছে নদীর জল। নদীর নাব্যতা হ্রাস এবং দূষণ ভীষণভাবে পরিবেশবিদদের ভাবিয়ে তুলেছে। এবং যার প্রভাব পড়েছে সাধারণ মানুষের জীবনে।

প্রায়ই দেখা যায় ভাসাপুলের কাছে প্রচুর থার্মোকল ও পলিথিন সহ আবর্জনা নৌকার কাছে আটকে রয়েছে। বিদ্যাসাগর সেতু লাগোয়া নদীতেও এই দৃশ্য দেখা যায়। ঘাটাল পুরসভার পুকুরগুলিতে আবর্জনা না ফেলার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু আরও ব্যাপকভাবে সচেতনতার জন্য নদীতে আবর্জনা না ফেলার বিষয়ে কোনও আবেদন জানানো হয়নি। নদীর পরিসর বিশাল ঠিকই তবুও নদীর জলে কিছু না ফেলার আবেদন করলে অন্তত সচেতনতার কাজটা ঘাটাল থেকে শুরু হতে পারত। যা পরে আরও বড় পরিধিতে ছড়িয়ে পড়ত।

নদীতে আবর্জনা ফেলা ছাড়াও আরও একটি আপত্তিকর বিষয় হল, নদীর ধারে পায়খানা করা। ঘাটাল এস.ডি.ও অফিস লাগোয়া নদীর ধারে এই দৃশ্য এখন প্রতিনিয়তই দেখা যাচ্ছে। খোলা মাঠে মলত্যাগের দৃশ্য গ্রামে তো আছেই,খোদ শহরে এই অভ্যেস প্রশ্ন তুলেছে যে, এই বিষয়ে সরকারি প্রচার কি কোনও প্রভাব ফেলছে না? এর ফলে দূষণ ছড়াচ্ছে, বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া মিশে যাচ্ছে, ফলে খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে মানুষের শরীরে প্রবেশ করছে ওই পায়খানার ব্যাকটেরিয়া। এব্যাপারে ঘাটাল পুরসভার চেয়ারম্যান বলেন, স্কুল-কলেজ থেকে শুরু করে বিভিন্ন গণমাধ্যমেও প্রচার চলছে। আমরাও প্রচার করছি। কিন্তু কিছু মানুষ জেনেশুনেও সচেতন হচ্ছেন না। এব্যাপারে দরকার হলে আমাদের আরও কড়া পদক্ষেপ নিতে হবে। ঘাটাল আদালতের আইনজীবী সুজিত হাজরা বলেন, এলাকা দূষিত হচ্ছে। অবিলম্বে এটা বন্ধ হওয়া উচিত। দরকারে কড়া পদক্ষেপ প্রয়োজন। ঘাটাল পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা তথা শিক্ষক সৌমেন জানা বলেন, পথচলতি মানুষদের এই কু-দৃশ্য চোখে পড়ছে। এটা বন্ধ করতে দরকারে আমরা বিভিন্ন মহলে জানাব। একই কথা বলেন ব্যবসায়ী সৈকত রায়। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের ঘাটাল কেন্দ্রের সভাপতি তথা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক দুলাল কর বলেন, আমরা চেষ্টা করেছিলাম এই বদ অভ্যেসটি বন্ধ করার। কিন্তু কিছু মানুষের এই অভ্যেসটি রয়ে গিয়েছে। এটা বন্ধ হওয়া জরুরি। ব্যবসায়ী কল্যাণ নন্দীগ্রামী বলেন, এই ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না। যারা এইভাবে নির্লজ্জের মত খোলা মাঠে মলত্যাগ করতে আসছে তাদের বিভিন্ন সরকারি সুযোগ সুবিধা বন্ধ করে দিতে হবে। তিনি জানান, প্লাস্টিক পলিথিন সহ আবর্জনাগুলি নিয়ে অবিলম্বে ভাবা দরকার। দূষণ নিয়ে 'স্বচ্ছ ভারত'-এর ব্যানারে এত প্রচার চলছে, কিন্তু ফল কোথায়?

আধুনিক সভ্যতায় অস্বাস্থ্যকর এই অভ্যাসটি যাতে বন্ধ হয় তার জন্য আরও প্রচার দরকার বলে মানছেন অনেকেই।

ভারতমালার কি ফের অভিমুখ পরিবর্তন হচ্ছে?

তৃপ্তি পাল কর্মকার: মেচোগ্রাম থেকে মুর্শিদাবাদ—এই ফোর লেন রাস্তার অভিমুখ কি ফের পরিবর্তন হতে চলেছে? প্রশাসনিক মহল থেকে এরকমই একটি ইঙ্গিত শোনা যাচ্ছে। ওই রাস্তাটি মেচোগ্রাম থেকে শুরু হয়ে ঘাটাল শহরে ঢোকার মুখে কাটান সমবায় সমিতির কাছ থেকে উত্তর পূর্ব কোণ দিয়ে বন্দরের কাছে রূপনারায়ণ নদ অতিক্রম করার কথা ছিল। কিন্তু সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে, ওই অভিমুখটি পরিবর্তন হতে চলেছে। অতি সম্প্রতি খসড়া অনুযায়ী রাস্তাটি মেচোগ্রাম থেকে সোজা বৈকুণ্ঠপুর আসার পর বৈকুণ্ঠপুর-বকুলতলার মাঝে উত্তর-পশ্চিম কোণ দিয়ে শিলারাজনগর যাবে। শিলারাজনগর থেকে বরদা সংলগ্ন এলাকায় ঘাটাল-ক্ষীরপাই সড়কের সঙ্গে মিশবে। ঘাটাল পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি দিলীপকুমার মাজি বলেন, আমাদের কাছেও এই ধরনেরই একটি বার্তা এসেছে। তবে সরকারি ভাবে কোনও চিঠিচাপাটি আসেনি।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, যতক্ষণ না সরকারি পর্যায়ের নোটিফিকেশন বার হচ্ছে কোনওটিই চূড়ান্ত বলে ভেবে নেওয়া ঠিক হবে না। তার ফলে জমির দালালদের সুবিধে হবে মাত্র। তিনি বলেন, বিভিন্ন সুবিধে-অসুবিধে বিশ্লেষণ করার পর যে কোনও মুহূর্তেই অভিমুখ আবার পরিবর্তন হতে পারে। অভিমুখ নিয়ে চূড়ান্ত নোটিফিকেশন হয়তো লোকসভা ভোটের আগেই প্রকাশিত হতে পারে বলে প্রশাসনিক মহল অনুমান করছে।

টাকা কুড়িয়ে ফেরত

সুদীপ্ত শেঠ

•নগদ ছ'হাজার টাকা হাতে পেয়েও ফিরিয়ে দিলেন পেশায় কৃষক অসিত ভৌমিক। অসিতবাবুর বাড়ি দাসপুর-২ ব্লকের কুলটিকরি গ্রামে। ১৪ ডিসেম্বর বেলা ১১টা নাগাদ বাড়ি ফেরার পথে রাস্তায় একটি মানিব্যাগ পড়ে থাকতে দেখেন অসিতবাবু। ব্যাগ খুলতেই দেখা যায় বেশ কয়েকটি এটিএম কার্ড সহ কয়েকটি বেগুনি রঙের দুহাজারি নোট। গুরুত্ব বুঝে ওই ব্যাগ ফিরিয়ে দিতে উদগ্রীব হয়ে উঠেন তিনি। অন্যদিকে ব্যাগ হারিয়ে তা ফিরে পাওয়ার আশায় এলাকার ভিলেজ পুলিশ সন্দীপ বেরার সাথে যোগাযোগ করেন মহিষঘাটা গ্রামের বাসিন্দা দিলীপ বেরা। দিলীপবাবু জানান, সকালে কুলটিকরি এলাকা গিয়েছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত কাজে। সেখানেই খেয়াল করেন পকেটে থাকা ব্যাগটি নেই। তারপরেই ভিলেজ পুলিশ সন্দীপবাবু যোগাযোগ করেন দুধকোমরা অঞ্চলের ভিলেজ পুলিশ চন্দ্রকান্ত ভৌমিকের সাথে। চন্দ্রকান্তবাবু এলাকার সিভিক ভলান্টিয়ারদের এই ব্যাপারে খোঁজ নিতে অনুরোধ করেন। ঘন্টা খানেকের মধ্যে ব্যাগের হদিশ মেলে। দুধকোমরার সিভিক ভলান্টিয়ার পুলক ভৌমিকের সাহায্য নিয়ে চন্দ্রকান্তবাবুর কাছে অসিতবাবু ওই ব্যাগ নিয়ে হাজির হন। পরে ডাকা হয় ব্যাগের মালিক দিলীপ বেরাকে। দিলীপবাবু বলেন, আমি আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম। অসিতবাবুকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করতে চাই না। একই সাথে আমি কৃতজ্ঞ পুলিশ প্রশাসনের কাছে। ভিলেজ পুলিশ চন্দ্রকান্তবাবু জানান, এলাকায় একজন সৎ মানুষ হিসেবে অসিতবাবুকে সকলেই চেনেন। মানুষ আমাদের প্রশংসা করছেন ঠিকই, কিন্তু অসিতবাবু নিজে থেকে এগিয়ে না এলে ওই ব্যাগ ফেরানো বেশ কঠিন হত।

ধান সহ জমিতে আগুন কাশীনাথপুরে

নিজস্ব সংবাদদাতা: সোনার ফসল ঘরে তোলার অপেক্ষায় ছিলেন কৃষকরা, কিন্তু কালের অঘটনে সব যেন লন্ডভন্ড হয়ে গেল। হ্যাঁ, এই রকম সত্য ঘটনাটি ঘটল দাসপুর থানার খুকুড়দহ গ্রাম পঞ্চায়েতের কাশীনাথপুর গ্রামে। ২১ ডিসেম্বর বিকেলে ওই গ্রামের প্রায় ১৫ বিঘা জমির ধান পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ওই গ্রামের প্রাক্তন প্রধান মুকুন্দ ভুঁইঞা জানান, ওইদিন বিশ্বজিৎ বেরা, শংকর মাইতি, মধু মাইতি, নারায়ণ মেট্যা সহ প্রায় ১৪ জন কৃষকের জমির ধান জমিতেই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আগুন লাগার সঠিক কারণ না জানা গেলেও অনুমান করা হচ্ছে পাশাপাশি জমিতে পড়ে থাকা নষ্ট খড়ে আগুন লাগানো হয় তা থেকেই এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড।

(➥তথ্য: শ্রীকান্ত ভুঁইঞা•জগন্নাথপুর)

পুলিশের ওপর ক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা: পুলিশের ওপর ক্ষোভ উগরে দিলেন ঘাটাল পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মিতালী মহাপাত্রের স্বামী তথা কংগ্রেস নেতা বিভূতিভূষণ মহাপাত্র(কেনা)। তিনি বলেন, তাঁদের ওয়ার্ডে বার বার চুরি হচ্ছে, সেই চুরির অভিযোগ দিতে গেলে পুলিশ ডায়েরি পর্যন্ত নিচ্ছে না। তিনি বলেন, এই ভাবে চলতে থাকলে আগামী দিনে কংগ্রেসের ব্যানারে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামব।

সামসু আলমের উদ্যোগে স্বর্ণশিল্পীদের জন্য ম্যাগাজিন

তৃপ্তি পাল কর্মকার

•স্বর্ণ শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দাসপুর গোপালপুরের বাসিন্দা তথা দেশের অন্যতম স্বর্ণশিল্পপতি সেখ সামসু আলম যে সর্বক্ষণ চিন্তা করেন তা আরও একবার প্রমাণিত হল। তাঁরই উদ্যোগে সমগ্র ভারতবর্ষের স্বর্ণ শিল্পীদের জন্য এই প্রথম বাংলা ভাষায় ম্যাগাজিন বেরোতে চলেছে। নাম 'দ্য আর্ট অফ জুয়েলারি'।১২ই জানুয়ারি ২০১৯ কলকাতার এক জুয়েলারি শো'তে এই বইটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হবে বলে জানিয়েছেন ওই ম্যাগাজিনের এডিটর সামসু আলম, যাঁকে সবাই এস এস আলম নামেই চেনেন। তিনি বলেন, ওই ম্যাগাজিন স্বর্ণ শিল্পীদের কাছে বহু তথ্য দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। স্বর্ণশিল্পীরা কারিগরি উন্নয়ন, স্বর্ণ ইণ্ডাস্ট্রির হালফিল সব খবর সুদৃশ্য রঙিন ওই ম্যাগাজিন থেকে পাবেন। সারা ভারতের বেশ কিছু অ্যাসোসিয়েশন ওই ম্যাগাজিন প্রকাশের সাথে জড়িত রয়েছেন। এছাড়াও ওই ম্যাগাজিনটির জন্য দশ জনের এক উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হয়েছে।

তবে ওই ম্যাগাজিনটি খোলা বাজারে বিক্রি হবে না। যে সমস্ত স্বর্ণশিল্পী ওই ম্যাগাজিনটি নিয়মিত পাওয়ার জন্য আগে থেকে গ্রাহক হবেন কেবলমাত্র তাঁদেরকেই ম্যাগাজিনটি পাঠানো হবে বলে এস এস আলম জানিয়েছেন।

আপনার আপনজনের চিকিৎসার জন্য
GFC Hospital যে পরিষেবাগুলি এনেছেঃ—

- আই.সি. ইউ
- নিকু (NICU)
- মাইক্রোসার্জারি
- অর্থোপেডিক্স (হাড়)
- ডায়ালিসিস
- মেডিসিন
- ই.এন.টি এবং দন্ত বিভাগ
- নিঃসন্তান দম্পতিদের চিকিৎসা
- প্রসূতিদের নিরাপদ চিকিৎসা

২৪ ফুটা ইমারজেন্সি

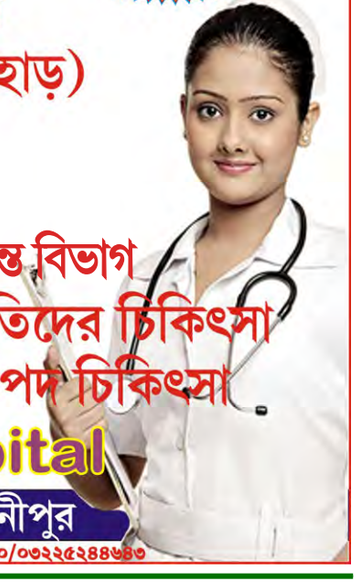

GFC Hospital
ঘাটাল • পশ্চিম মেদিনীপুর
হেল্পলাইনঃ ৯৪৩৪৪১৩৮২৫/০৩২২৫২৪৪৪০০/০৩২২৫২৪৪৬৪৩

স্থানীয় সংবাদ

সম্পাদকীয়

বিপন্ন শৈশব

বর্তমান শিশুদের শৈশব একটু অন্যরকম। পরিস্থিতির চাপে শৈশবের সুন্দর দিনগুলি বিপন্ন। সেই যে পাঁচবছরে হাতেখড়ি হবে, তারপর শিশু লেখাপড়া শিখবে, তাতো আর সম্ভব হয় না! তাতে নাকি পিছিয়ে পড়বে আজকের শিশু। তাই কথা শেখার আগেই শুরু হয়ে যায় তার তালিম। আপনমনে অনাবিল আনন্দে খেলে বেড়ানোর সময় শিশুর কাঁধে চেপে যায় ভারি বইয়ের বোঝা। সাথে থাকে আবার অপূর্ণ ইচ্ছের ঝুলি। মায়ের কিছু অপূর্ণ ইচ্ছে, বাবার কিছু অপূর্ণ ইচ্ছে সব চাপিয়ে দেওয়া হয় শিশুর ওপর। শিশু এক স্বতন্ত্র মানুষ, স্বতন্ত্র হবে তার আচার আচরণ,স্বতন্ত্র হবে তার ব্যবহার সেকথা বাবা-মা বেশিরভাগ সময়ে ভুলে যান। বাবা-মা অনেক সময় শিশুর স্বাভাবিক স্বতন্ত্রতা নষ্ট করে দেন। বাবা-মায়ের অপূর্ণ ইচ্ছের বলি হয়ে তৈরি হয় মানব শরীরের খোলসের মোড়কে আবদ্ধ জেদি একগুঁয়ে এক অন্যরকম জীব।

বর্তমানে শিশু আবার বয়োবৃদ্ধদের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত। যাদের দাদু ঠাকুমা আছে তারাও কমপিটিশনের চাপে সেভাবে সান্নিধ্য পায় না, যাদের নেই তাদের কথা তো আলাদাই। বড়দের সান্নিধ্য শিশুদের অনেক কিছু শেখায়। শিশু মমত্ববোধ শেখে, দায়িত্ব শেখে, গল্প শেখে, ছড়া শেখে, সর্বোপরি খানিকটা প্রশ্রয় মিশ্রিত আদর পায়, যেখানে শৈশবের সুন্দর দিনগুলির স্বাভাবিক বিকাশ ঘটে।

আজকে হাজার কমপিটিশন থাকতে পারে, তবে শিশুও যে একজন সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ সেকথা বাবা মাকে মাথায় রাখতে হবে। আর পরিস্থিতি যাই হোক শৈশবের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে ভবিষ্যতের ভিত। তাই বাবা-মায়ের উচিত সন্তানের ওপর কিছু চাপিয়ে না দিয়ে তার মধ্যে লুকিয়ে থাকা গুণটি খুঁজে বার করে বিকশিত করে তোলা।

জগন্নাথ গোস্বামী দল ত্যাগ করায় কংগ্রেস আন্দোলনমুখী হবে: অশোক

অরুণাভ বেরা

•গালে চাপ দাড়ি, কিছুটা অ্যাংরি ইয়ং ম্যান ইমেজ। ঘাটালের রাজনীতির মঞ্চে প্রায় গত আট বছর ছিলেন না মানুষটি। আবার ফিরে এসেছেন তিনি। অশোক সেনগুপ্ত। কংগ্রেসের নেতা। জগন্নাথ গোস্বামী বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর অশোকবাবু আবার এলেন। এখন প্রশ্ন, জগন্নাথবাবুর শূন্যতা তিনি ভরাট করতে পারবেন কি না! তিনি কি পারবেন কংগ্রেসের হাল ধরতে? একটু পিছিয়ে দেখা যাক বিগত বছরগুলিতে।

অশোকবাবু ১৯৬৭ সালে বিষ্ণুপুরে রামানন্দ কলেজে জীববিদ্যা নিয়ে বিএসসি পড়ার সময়ে ছাত্র পরিষদের হাত ধরে রাজনীতিতে আসেন। ১৯৭১ সালে যুব কংগ্রেসে যোগ দেন। ১৯৭৩-এ মূল পার্টিতে যোগ দেন। ওই সময় ১৯৭৩-৭৪ এ ঘাটাল ব্লক কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ১৯৯৩ সালে পি.সি.সির মেম্বার হন তিনি। ১৯৭৭ সালের পর অশোকবাবু এবং জগন্নাথবাবুর গ্রুপ কংগ্রেসের মধ্যে বিভাজন রেখা তৈরি করেছি। ২০০০ সাল পর্যন্ত রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন তিনি। তারপর নিষ্ক্রিয় হয়ে যান। নিজের ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে একটু আধটু সক্রিয় ছিলেন।

ঘাটাল শহরের বরাবরই বাম বিরোধী মনোভাব বেশি। সিপিএম-এর ভরা জোয়ারেও এখানে পুরসভা কংগ্রেসের ছিল। এখানে কংগ্রেসের একটা ভিত্তিভূমি ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে কংগ্রেসের অবস্থা ক্রমশ তলানিতে এসে যায়। কেন এরকম অবস্থা হ'ল। উত্তরে অশোকবাবু বলেন, একটা রাজনৈতিক দল দাঁড়িয়ে থাকে মানুষের দাবি নিয়ে আন্দোলনের মাধ্যমে। এখানে কংগ্রেস আন্দোলন বিমুখ হয়ে আন্দোলন চ্যুত হয়ে পড়েছিল। অশোকবাবু তাঁর দীর্ঘদিন নিষ্ক্রিয়তার কারণ হিসেবে শারীরিক ও ব্যক্তিগত কারণকেই দর্শালেন। তাহলে এখন কি জগন্নাথবাবুর শূণ্যতা ভরাট অথবা নেতৃত্বের জায়গায় আসবেন? অশোকবাবু বলেন, আমরা যৌথ নেতৃত্বে বিশ্বাসী। একা কেউ নেতা নন। আমরা যৌথ সিদ্ধান্তে আন্দোলন করব। আমাদের প্রথম কাজ হবে কংগ্রেসকে আন্দোলনের মধ্যে আনা এবং মানুষের কাছে যাওয়া। ইতিমধ্যে আমরা তিনটে কর্মসূচি করেছি। আমাদের নিজেদের মধ্যে মিটিং করেছি। উপস্থিত ছিলেন ১২৫ জন কংগ্রেস কর্মী। রক্তদান

শিবিরে ছিলেন তিনশোর বেশি মানুষ। এছাড়াও আমরা একটা মিছিল করেছি। জগন্নাথবাবুর বা কোনও ব্যক্তির প্রভাব পড়েনি। আমরা একটা ইজম-এ বিশ্বাসী, তা হল গান্ধীবাদ। এখন মানুষ কংগ্রেসকে দেখে আসছে। যারা নিষ্ক্রিয় ছিলেন তাদের সাথে যোগাযোগ করছি। যুবকদের আনার চেষ্টা করছি। ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কার্যালয়ে সাময়িক কাজ চলছে। স্থায়ী কার্যালয়ের খোঁজে আছি। পরিস্থিতি প্রতিকূল তবুও আমরা আন্দোলনে ফিরব।

অশোকবাবু আরও বলেন, তৃণমূলের কোনও ইজম নেই। ওরা টোয়েন্টি টোয়েন্টি ক্রিকেট খেলে। ওদের বক্তব্যে কোনও সমাজনীতি, অর্থনীতি নেই। কিছু সস্তা চটকদার কথা আছে। যে দলের কোনও ইজম নেই তারা কী নিয়ে এগোবে? আর সিপিএম নিজস্ব গণ্ডির বাইরেই বেরোতে পারল না। বিজেপি দেশটাকে ধর্মের ভিত্তিতে চালাতে চাইছে। এখানে পুরসভা কী রকম চলছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, দুর্নীতিগ্রস্থ বোর্ড চলছে। জেলা কমিটি বা পিসিসিতে যোগদানের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমি সাধারণ কংগ্রেসকর্মী এবং কংগ্রেসের আদর্শে বিশ্বাসী। কংগ্রেসের পরম্পরা হল আন্দোলন। এই আন্দোলনেই তারা জোর দেবেন বলে জানান তিনি।

আগামী লোকসভা ভোট ও পুরসভার ভোটে কংগ্রেসের অবস্থান সম্পর্কে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি। দীর্ঘদিন পর রাজনীতির বৃহত্তর বলয়ে তিনি এসেছেন। বয়স বেড়েছে। কিন্তু রাজনীতির সমস্ত খোঁজ খবর তিনি যে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেন তা তাঁর কথাতেই স্পষ্ট। চেহারায় বয়সের ছাপ পড়লেও সেই ইয়ংম্যান ইমেজটা এখনও আছে। এসব কথা উড়িয়ে দিয়ে তিনি বারবার বলেন, আমাদের দলে আমিত্ব নয়, যৌথ সিদ্ধান্ত চলে। তবে রাজ্যে বা জাতীয়স্তরে তো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে ওপরের নেতৃত্বই সব। যা সব রাজনৈতিক দলেই থাকে। **(প্রতিবেদনের সঙ্গে ছবিটি অশোক সেনগুপ্তের)**

ভিন্ন স্বাদ

আমি বেশি কঞ্জুস

রামবাবু আর শ্যামবাবু দুজনেই মহা কঞ্জুস এবং তা নিয়ে দুজনেই গর্ব বোধ করেন। কে বেশী কঞ্জুস তাই নিয়ে একদিন পার্কে বসে দুজনের তর্ক হচ্ছে। ...

রামবাবু: আমার মত কঞ্জুস তুই হতেই পারবি না। জানিস, পয়সা বাঁচানোর জন্য হানিমুনে আমি একাই গিয়েছিলাম।

শ্যামবাবু: তুই আমার কাছে শিশু! হানিমুনের জন্য আমি এক পয়সাও খরচ করিনি, পুরো খরচটাই বাঁচিয়েছিলাম।

রামবাবু: পুরো খরচ বাঁচিয়েছিস কীভাবে?

শ্যামবাবু: আমার বন্ধু একা বেড়াতে যাচ্ছিল, বউকে ওর সাথেই হানিমুনে পাঠিয়ে দিলাম...।

আমেরিকান

তিন ভাষায় কথা বলে যে—ত্রিভাষী।
দুই ভাষায় কথা বলে যে—দ্বিভাষী।
এক ভাষায় কথা বলে যে—আমেরিকান।

ফেরত দিতে...

মিনিট দশেক তাড়া করে গতিবিধি লঙ্ঘন করা এক ড্রাইভারকে থামাল ট্রাফিক পুলিশ। বলল, আমি থামতে বলা সত্ত্বেও কেন আপনি থামেননি?

এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে ড্রাইভার বলল, আসলে হয়েছে কি, গত সপ্তাহে আমার স্ত্রী এক ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে পালিয়ে গেছে। তো আপনাকে আমার পেছনে ছুটতে দেখে মনে হলো, আমার স্ত্রীকে ফেরত দিতেই আপনি আমার পিছু নিয়েছেন।

পাঠকের আঙিনায়

আরবের পাঠকের কাছে 'স্থানীয় সংবাদ'

আমি দাসপুর থানার ধর্মা গ্রামের বাসিন্দা হলেও কর্মসূত্রে সৌদি আরবে থাকি। দেশ থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে থাকার জন্য দীর্ঘ দিন এলাকার খবর থেকে বিচ্ছিন্নই হয়ে গিয়েছিলাম। ইন্টারনেটে বাংলা সংবাদপত্র পড়ার সুযোগ থাকলেও সেই সমস্ত সংবাদ পড়ে মন ভরত না। কারণ, নেটের সংবাদে আমাদের দাসপুর এলাকার খবর খুবই কম থাকে। বেশ কিছু দিন হল আমাদের ঘাটাল মহকুমার এই 'স্থানীয় সংবাদ' এবং 'স্থানীয় সংবাদ' গোষ্ঠীর সোশ্যাল মিডিয়ার (ফেসবুক, ইউটিব চ্যানেল এবং www.ghatal.net) সন্ধান পেয়ে আমি এখন পরিতৃপ্ত। 'স্থানীয় সংবাদ' গোষ্ঠী ঘাটাল মহকুমার সমস্ত খবর নিরপেক্ষভাবে তুলে ধরে। পেশার তাগিদে ঘাটাল মহকুমার বেশিরভাগ মানুষই রাজ্য এবং দেশের বাইরে থাকেন। তাদের হাতে অল্প সময় থাকে টিভি দেখার জন্য। বর্তমানে তারা এই গোষ্ঠীর উদ্যোগে ঘাটাল মহকুমার সমস্ত খবর পেয়ে যাচ্ছেন। তার জন্য খুব ভালো লাগছে। তবে আমি চাই, 'স্থানীয় সংবাদ' যেন অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার খবর তুলে ধরে। তাহলে আরও ভাল হ'ত।

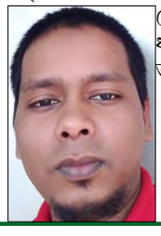

—স্বরূপ দোলই
সৌদি আরব থেকে
বাড়ি: ধর্মা• নন্দনপুর-২
পশ্চিম মেদিনীপুর

কেবল অপারেটরদের স্মারকলিপি

নিজস্ব সংবাদদাতা: কেবল চ্যানেলে ট্রাই তথা টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি অব ইন্ডিয়ার নয়া নির্দেশে সমস্যার মুখে কেবল অপারেটররা। তাই ঘাটাল মহকুমা কেবল অপারেটর ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ১৮ ডিসেম্বর ঘাটাল মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হল। ট্রাইয়ের নতুন নির্দেশে কেবল চ্যানেলের মাসিক ভাড়া এক ঝটকায় অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে। ফলে নিম্ন-মধ্যবিত্তদের সঙ্গে কেবল অপারেটরদেরও মাথায় হাত। সেই সমস্যার প্রতিকার চাইতেই ঘাটাল মহকুমা শাসকের দারস্থ হন ঘাটাল মহকুমার প্রায় ৬০ জন কেবল অপারেটর। এব্যাপারে উধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রতিকারের আশ্বাস দেন মহকুমা প্রশাসন। কেবল অপারেটর অচিন্ত্য নায়েক, প্রভাত বেরা, তরুণ নন্দী, গোবিন্দ কাপাস, বাপি খান, নিশীথ হাঁড়া, হাসিবুল রহমান(মন্টু) রবীন্দ্রনাথ মান্নারা জানান, এনিয়ে গত ১৪ ডিসেম্বর পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা শাসকের কাছে গিয়েও আমরা ডেপুটেশন দিই। যদি এতেও কাজ না হয় তবে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুমকিও দেন।

পুরসভার দীর্ঘতম সেতু নির্মাণ

নিজস্ব সংবাদদাতা: ঘাটাল পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডে তৈরি হল পুরসভার উদ্যোগে নির্মিত দীর্ঘতম কংক্রিটের সেতু। ওই ওয়ার্ডের দুধের বাঁধ এলাকায় গড়প্রতাপনগর থেকে বেরিয়ে আসা একটি খালের ওপর বাঁশের সাঁকো ছিল। স্বাধীনতার পর থেকে কোনও যোগাযোগের জন্য পাকার সেতু ছিল না। নড়বড়ে সাঁকো দিয়ে পাশাপাশি প্রায় ৯টি গ্রামের মানুষজন ঝুঁকি নিয়ে ঘাটালে আসতেন। ঘাটাল পুরসভার উদ্যোগে প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকা খরচ করে ১৯১ ফুট লম্বা কংক্রিটের সেতু তৈরি হয়েছে। এর ফলে ঘাটাল শহরের সাথে ওই এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতি হল। বলা যেতে পারে যোগাযোগের নতুন দরজা খুলে গেল। গড়প্রতাপনগর, শ্রীরামপুর, পাঁচঘড়া, পানিচাঁদা সহ সংলগ্ন গ্রামগুলি থেকে প্রচুর মানুষজন ঘাটালে আসেন ব্যবসা, কৃষিজ পণ্য ক্রয়-বিক্রয়, স্কুল কলেজ এবং কর্মক্ষেত্রে। বন্যার সময় প্রতিবছর বাঁশের সাঁকো ভেঙে যেত। মানুষজন হয়রান হতেন। এখন থেকে আর এই সমস্যা থাকবে না। পুরসভার চেয়ারম্যান বিভাস ঘোষ বলেন, এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হয়েছে। সেতুটি ঘাটাল পুরসভার উদ্যোগে নির্মিত দীর্ঘতম সেতু। সেতুটির নামকরণ করা হয়েছে সারদা সেতু। ওই সেতুটি দিয়ে এবার ট্যাক্সি সহ ছোট গাড়ি ঢুকতে পারবে।

চেয়ারম্যান বলেন, দীর্ঘ বাম জমানায় ৯ নম্বর ওয়ার্ড ছিল সিপিএমের লাল দুর্গ। রাজ্য সরকার বদল হওয়ার পর এই দুর্গের পতন হয়। বামফ্রন্ট দীর্ঘদিন থাকলেও ওই এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার কোন উন্নতি হয়নি। তাই এই কংক্রিটের সেতুটি তৈরি হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই মানুষজন খুবই খুশি।

উল্লেখ্য, ২৯ ডিসেম্বর সেতুটিরউদ্বোধন করেন পুরসভার চেয়ারম্যান বিভাস ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন ভাইস চেয়ারম্যান স্বপন মালিক, ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সন্ধ্যা ছাতিক প্রমুখ।

সোনামুইতে বড়দিন পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা: ২৩ ডিসেম্বর দাসপুরের সোনামুইতে সেন্ট জেভিয়ার্স কনভেন্ট স্কুলে পালিত হল বড়দিন উৎসব। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দাসপুর-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রতিমা দোলই, সহ সভাপতি আশিস হুতাইত এবং ব্যারাকপুরের ডিসুজা রেভারেন্ট দিলীপ রায় সহ অনেকেই। অনুষ্ঠানটির বিষয়বস্তু ছিল শিক্ষামূলক আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে প্রায় দু'হাজার মানুষের সমাগম হয় বলে স্কুল কর্তৃপক্ষ জানায়।

(➥তথ্য: শ্রীকান্ত ভুঁইঞা•জগন্নাথপুর)।

দাসপুরের সিদ্ধার্থের বিরল প্রেমের কাহিনী

রবীন্দ্র কর্মকার

•জ্ঞান হবার পর থেকেই শাহরুখ অন্ত প্রাণ দাসপুর-২ ব্লকের জগন্নাথপুরের বাসিন্দা সিদ্ধার্থ মাইতির। বলিউডের প্রথম সারির অভিনেতা শাহরুখ খানের সিনেমা মুক্তি পাবার দিনেই প্রথম শো তার দেখা চাইই চাই। ঘাটাল এলাকার সিনেমা হলে 'ফার্স্ট ডে ফার্স্ট শো' দেখার সুবিধা না থাকায় ছবি মুক্তি পাবার আগের দিনই সিদ্ধার্থ পাড়ি দেয় কলকাতায়। সেখানে মামাবাড়ি হওয়ায় রাতে থাকার একটা বাড়তি সুবিধা সে পায়। প্রতিটি সিনেমা মুক্তি পাবার দিন ভোরে উঠে স্নান করে কাছের মন্দিরে শাহরুখের জন্য পুজো দিয়ে ঠাকুরকে জানায়, যেন সেই ছবি বক্স অফিস হিট করে। বছর কয়েক আগেও অনলাইনে টিকিট কাটার ব্যবস্থা ছিল না, ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে ফার্স্ট ডে ফার্স্ট শো দেখার টিকিট মিলত। এত ঝক্কি সামলেও শাহরুখ অভিনীত প্রত্যেকটি ছবি মুক্তি পাবার দিনেই প্রথম শো সে দেখবেই। জগন্নাথপুরের নিজের বাড়ির দেওয়াল জুড়ে রয়েছে শাহরুখের নানান চিত্র। শুধু বাড়ির দেওয়াল নয়, নিজের মনের দেওয়ালেও আঁকা শাহরুখের জীবনের সমস্ত ইতিহাস। শাহরুখ নিয়ে যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর তার জানা। আপাদমস্তক শাহরুখকে অনুসরণকারী এই ৩৫ বছরের যুবকের ফেসবুকের স্ট্যাটাস জুড়েও এস আর কে ফ্যান ক্লাবের নানান পোস্ট। ২১ ডিসেম্বর শাহরুখ অভিনীত হিন্দি ছবি 'জিরো' মুক্তি পেয়েছে। সেদিনও সিদ্ধার্থ তার পরিবার সমেত হাজির ছিল কলকাতার মেনকা সিনেমা হলে। শো শুরুর আগে শাহরুখের অন্যান্য ফ্যানেদের সাথে নাচতে দেখা গেল তাকেও। শাহরুখের গলায় মালা পরিয়ে, মাথায় দুধ, নারকেলের জল ঢেলে সিনেমা হলের মধ্যে যায় সিদ্ধার্থ। সিদ্ধার্থ জানায়, খুব ছোটো থেকেই সে শাহরুখের প্রতিটা সিনেমা দেখে। শাহরুখই হল বলিউডের বাদশা। তার অভিনয়ের কাছে আর কেউ নেই। সিদ্ধার্থের মা ঝর্ণা মাইতি বলেন,ও শাহরুখের অন্ধভক্ত। শাহরুখের নামে কেউ বাজে কথা বললে ও একদম সহ্য করতে পারে না। তার সাথে কথা বলাও বন্ধ করে দেয়। সিদ্ধার্থ জানায়,তার ইচ্ছা মুম্বাইয়ে শাহরুখের বাড়ি 'মান্নতে' গিয়ে শাহরুখের সাথে একবার দেখা করা।

সিদ্ধার্থ মাইতি

কুরাণ স্কুলের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা: ঘাটালের কুরাণ উচ্চ বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী সমাপ্তি উৎসবের উদ্বোধন হল। সেই উপলক্ষ্যে ২১ থেকে ২৩ ডিসেম্বর তিনদিন ব্যাপী নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করল ওই স্কুল কর্তৃপক্ষ। ওই স্কুলের টিচার-ইন-চার্জ সুমন মাইতি বলেন, অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের মহারাজ স্বামী বেদস্বরূপানন্দ। ওইদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঘাটালের বিধায়ক শঙ্কর দোলই।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয়দিন তথা ২২ ডিসেম্বর একটি রক্তদান শিবির হয়। পাশাপাশি স্কুলের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে 'নবসৃজন' নামের একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে আন্তঃবিদ্যালয় ক্যুইজ প্রতিযোগিতাটি অন্যতম ছিল বলে জানিয়েছেন ওই স্কুলেরই একজন পার্শ্বশিক্ষক মানস ভট্টাচার্য।

মাধ্যমিক মক-১

নিজস্ব সংবাদদাতা: ২০১৯ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে মক টেস্টের আয়োজন করল এবিটিএ তথা নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সংগঠনের ঘাটাল শাখা। ২৩, ২৮, ৩০ ও ৩১ ডিসেম্বর ঘাটাল বসন্তকুমারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে পরীক্ষাগুলি হয় বলে জানান এবিটিএ-র ঘাটাল জোনাল কমিটির সম্পাদক তথা লছিপুর হাইস্কুলের ভূগোলের শিক্ষক সৌরভ চক্রবর্তী। ওই সংগঠনের ঘাটাল মহকুমা কমিটির সম্পাদক তথা জোতঘনশ্যাম হাইস্কুলের সহকারি প্রধান শিক্ষক শ্রীবাস জানা ও অন্যতম নেতৃত্ব তথা চাঁইপাট হাইস্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক নিতাইচন্দ্র রায় বলেন, এবিটিএ-র উদ্যোগে প্রথম মাধ্যমিকের মকটেস্ট গতবছর লছিপুর হাইস্কুলে হয় । এবছর ঘাটালে বসন্তকুমারী স্কুলে এই মক টেস্টে ঘাটাল মহকুমার বিভিন্ন জায়গার ৩১টি স্কুল থেকে মোট ২৯৭ জন ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছে। জানুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে রেজাল্ট জানিয়ে দেওয়া হবে। রেজাল্টের দিন ছাত্রছাত্রীদের ডেকে নেওয়া হবে ও তাদের হাতে পরীক্ষার খাতাগুলি দিয়ে ভুলভ্রান্তি শুধরে দেওয়া হবে।

মাধ্যমিক মক-২

নিজস্ব সংবাদদাতা: ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা ভীতি কাটিয়ে আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর জন্য দাসপুর নবীন সংঘ মক টেস্টের আয়োজন করল। মক টেস্ট ২৬ ডিসেম্বর শুরু হয়েছে, চলবে ১ জানুয়ারি পর্যন্ত। মক টেস্ট এবার আট বছরে পা দিল। পরীক্ষার অন্যতম উদ্যোক্তা তথা নবীন সংঘের সাংস্কৃতিক সম্পাদক অধ্যাপক উজ্জ্বল চৌধুরি বলেন, মোট ৬১ টি স্কুলের ২৫৬ জন পরীক্ষার্থী ৪টি সেন্টার থেকে পরীক্ষা দিচ্ছে। পরীক্ষার খাতা গুলি মূল্যায়নের পর থাকছে ডাউট ক্লিয়ারের ব্যবস্থা। উজ্জ্বলবাবুদের ইচ্ছে, ভবিষ্যতে একটি নয়, মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্যে দুটি মক টেস্টের ব্যবস্থা করা। এবং সেটা সারা রাজ্য জুড়েই করা হবে। নবীন সংঘের সম্পাদক স্বদেশ দোলুই বলেন, আমরা ভবিষ্যতে উচ্চমাধ্যমিকের মকটেস্ট করার পরিকল্পনা নিচ্ছি।

সিপিএম বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে

সুদীপ্ত শেঠ: দলনেত্রীর ১৯ জানুয়ারি ব্রিগেড সভার আগাম প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে তৃণমূল। সেই মতো গ্রামে গ্রামে পথসভা করে তৃণমূল নেতা-কর্মীরা উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরছেন। তৃণমূল স্তরে সংগঠনকে আরও মজবুত করতে বার্তা দিয়েছেন স্বয়ং তৃণমূল সুপ্রিমো। লোকসভাই যে এখন পাখির চোখ তা স্পষ্ট তৃণমূল নেতাদের বক্তব্যে। অন্য দল থেকে আসা কর্মীদের দলে নিতে কোন ছুতমার্গ দেখছে না দল। ২৫ ডিসেম্বর দাসপুর-২ ব্লকের বেনাই গ্রামপঞ্চায়েতে তৃণমূলে নাম লেখালেন বিরোধী শিবিরের দুই নেতা। একজন সিপিএম-এর প্রতীকে গ্রামপঞ্চায়েতের জয়ী প্রার্থী শক্তি ফদিকার এবং অপর জন বিজেপির গ্রামপঞ্চায়েত প্রার্থী মামণি দোলুই। বেশ কিছুদিন ধরেই ওই দুই জন তৃণমূল নেতাদের সাথে যোগাযোগ রেখে চলেছিলেন। এদিন বেনাই গ্রামে প্রস্তুতি সভায় যোগ দিতে এসে তৃণমূল নেতা সৌমেন মহাপাত্র ওই দুইজনের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন। ব্লক সভাপতি আশিস হুদাইত বলেন, সরকারের উন্নয়নযজ্ঞে সামিল হতে ওই দুইজন আমাদের দলে যোগ দিয়েছেন। এর ফলে ওই অঞ্চলে আমাদের ভিত্তি আরও শক্ত হবে। যদিও বিরোধীরা একে তৃণমূলের দল ভাঙানোর নোংরা খেলা বলে দাবি করছেন।

উদয়চকে ক্রীড়া অনুষ্ঠান

সনাতন ধাড়া: দাসপুরের উদয়চকে মাদার টেরেসা সোস্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় ২০ থেকে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত উদয়চক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হ'ল অনন্য সম্মান জ্ঞাপন ও ক্রীড়া সাংস্কৃতিক উৎসব। তিনদিন ধরে চলা এই উৎসবের উদ্বোধন করেন প্রাক্তন সি.আর.পি.এফ রেবতীমোহন পাইন। সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানে সাপের কামড় ও তার প্রতিকার নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেন গোমকপোতা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সুব্রতকুমার বুড়াই। এদিন সুব্রতবাবু উপস্থিত শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বলেন, সাপ কামড়ালে সাপে কাটা রোগিকে কোনও অবস্থাতেই গুণিন বা ওঝার কাছে নিয়ে যাবেন না। সরাসরি সাপে কাটা রোগিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন তিনি। জানা গিয়েছে, স্থানীয় খুদে সঞ্চালক প্রীতম বেজের ক্রীড়া সঞ্চালনার দক্ষতা দেখে মুগ্ধ হন স্থানীয় মানুষজন। মাদার টেরেসা সোস্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ইনসান মল্লিক ও সহ সম্পাদক শুভম বেরা, সভাপতি সেলিম মল্লিক, সেখ মুস্তাক আহমেদরা জানান, তাদের এই অনুষ্ঠান দ্বিতীয় বর্ষে পড়ল এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পাশাপাশি তারা এবারে সমাজের বিশিষ্ট গুণীজনদের সম্মান জানান।

রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের বার্ষিক অনুষ্ঠান

দেবাশিস কর্মকার

•ঘাটাল শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে বার্ষিক সাধারণ উৎসব পালিত হল। ওই অনুষ্ঠানটি হয় ২৩ ডিসেম্বর রবিবার। তবে এবছর অনুষ্ঠানের আগের দিন ওই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে একটি ভক্ত সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের ভাবাদর্শকে এলাকায় আরও ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্যে ওই সম্মেলনের ডাক দেওয়া হয়। সম্মেলনটি হয় ঘাটাল টাউন হলে। সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে অনুরাগী ভক্তদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মত। ওইদিন অনুষ্ঠানে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর ওপর বক্তব্য রাখেন কলকাতা রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজি মহারাজ। ওই সেবাশ্রমের সম্পাদক তুষারকান্তি দত্ত বলেন, সম্মেলনে বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয় আলোচনার পাশাপাশি রামকৃষ্ণ ও স্বামীজির আদর্শের ব্যবহারিক দিকগুলির উপর বিশেষ আলোকপাত করা হয়।

অন্যদিকে পরেরদিন সেবাশ্রমের বার্ষিক সাধারণ উৎসবও নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে পালিত হল। অনুষ্ঠানগুলি হয়েছে সেবাশ্রমের সভাগৃহে। সকালে মঙ্গলারতি, বেদপাঠ, চণ্ডীপাঠের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। তারপর একটি ধর্মসভার আয়োজন হয়। ওই সভায় কলকাতা রামকৃষ্ণ মঠের মহারাজ স্বামী অকল্মষানন্দজি উপস্থিত ছিলেন বলে জানিয়েছেন ওই সেবাশ্রমের সভাপতি প্রীতি বাগ। সেবাশ্রমের এক কর্মকর্তা শক্তি কর্মকার বলেন, ওইদিন দুপুরে এলাকার প্রায় চার হাজার মানুষকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ওই অনুষ্ঠানগুলি পরিচালনায় তপন গুই, প্রদীপকুমার সাহা, স্বপন চক্রবর্তী প্রমুখ সেবাশ্রমের কর্মকর্তারা হার্দিক সহযোগিতা করেছেন বলে জানিয়েছে ওই প্রতিষ্ঠানের কোষাধ্যক্ষ বিশ্বনাথ দত্ত।

গোপালপুরে সুবর্ণ জয়ন্তীর অনুষ্ঠান শুরু: ১ জানুয়ারি থেকে দাসপুর-২ ব্লকের গোপালপুর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন হাইস্কুলের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব শুরু হচ্ছে। চলবে ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত। ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিমলেন্দু পাল বলেন, একটানা ওই অনুষ্ঠানগুলি হচ্ছে না। ১, ৩, ৮, ৯, ১২,১৯, ২৩,২৪ এবং ২৫ তারিখগুলিতে অনুষ্ঠান হবে।

শিল্পী সংঘের সম্মেলন

রবীন্দ্র কর্মকার: পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের ঘাটাল শাখার অষ্টম সম্মেলন হল। ২২ ডিসেম্বর ঘাটাল বসন্তকুমারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে আয়োজিত ওই সম্মেলনটির উদ্বোধন করেন সংশ্লিষ্ট সংঘের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটির সম্পাদক বিজয় পাল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংঘের জেলা কমিটির কার্যকরী সভাপতি কবি নিলয় মিত্র। এই সংঘের ঘাটাল শাখার সম্পাদক অধ্যাপক লক্ষ্মণ কর্মকার বলেন, এদিন ঘাটালের বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্রশান্ত সামন্তকে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। সংঘের ঘাটাল শাখার সভাপতি অধ্যাপক অসীমকুমার চট্টোপাধ্যায় জানান, ওইদিন শতাধিক লেখক শিল্পীদের উপস্থিতিতে সম্মেলনটি অন্য মাত্রা নেয়।

দাসপুর-২ ব্লকে বিপর্যয় দপ্তরের বিশেষ প্রশিক্ষণ

নিজস্ব সংবাদদাতা: দাসপুর-২ ব্লকের নদী সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের প্রাকৃতিক বিপর্যয় সংক্রান্ত বিশেষ প্রশিক্ষণ শুরু হল। দাসপুর-২ বিডিও অফিসে ব্লক বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের উদ্যোগে এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সুপরিচিত সংস্থা কাজলা জনকল্যাণ সমিতির সহযোগিতায় ২৬ ডিসেম্বর থেকে চার দিনের প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়েছে। ব্লক বিপর্যয় মোকাবিলা আধিকারিক রাজদীপ মিত্র বলেন, এই ব্লকে বিভিন্ন এলাকা কখনও নদী বাঁধ ভাঙ্গন কখনও বা অতি বৃষ্টিপাতের জন্য প্লাবিত হয়ে থাকে। নানাভাবে মানুষ বিপর্যয়ের মুখে পড়েন। ২০১৭ সালেও এই ব্লকের বেশকিছু গ্রামপঞ্চায়েত এলাকা বন্যায় প্লাবিত হয়েছিল। ওই সমস্ত এলাকার বাসিন্দাদের বিপর্যয়ের ঝুঁকি কমানোর নানা কৌশলের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্যই এই শিবিরের আয়োজন।

সিডস নামে সংস্থাটি জাতীয় স্তরের এবং অন্যটি পূর্ব মেদিনীপুরের। ওই দুটি সংস্থা মিলিয়ে কমিউনিটি বেসড ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন বিষয়ে চার দিনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাজদীপবাবু বলেন, প্রথম পর্যায়ের ওই শিবিরে রূপনারায়ণ নদী সংলগ্ন রানিচক এবং নিশ্চিন্তিপুর গ্রামপঞ্চায়েতের ৪০ জন যুবক- যুবতীদের জলে ডোবা, সাপে কাটা, আগুনে পুড়ে যাওয়া, গাছ থেকে পড়া সহ প্রাথমিক বিপর্যয়গুলির মোকাবিলা কীভাবে সম্ভব তারই প্রশিক্ষণ চলছে। পরবর্তী কালে অন্যান্য গ্রামপঞ্চায়েতের যুবক-যুবতীদেরও ওই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। বুধবার অনুষ্ঠানের সূচনার দিন উপস্থিত ছিলেন দাসপুর-২ বিডিও অনির্বান সাহু, দাসপুর-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রতিমা দোলই প্রমুখ। প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্টেট ইন্টার এজেন্সি গ্রুপের সদস্যগণ। প্রসঙ্গত, রানিচক এবং নিশ্চিন্তিপুর গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় অতিবৃষ্টি ও বন্যাতে নষ্ট হয়ে যাওয়া ৯০টি পরিবারকে পূর্ব মেদিনীপুরের ওই সংস্থাটি ৪০০ বর্গ ফুটের একটি করে ছিটেবেড়ার বাড়ি করে দিয়েছে বলে রাজদীপবাবু জানান।

স্কুলে বার্ষিক উৎসব

শ্রীকান্ত ভুঁইঞা: দাসপুরের নাড়াজোল-১ চক্রের আড়খানা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৭তম বার্ষিক শিশু উৎসব হল। ১৯ ও ২০ ডিসেম্বর স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আনন্দ বিলিয়ে দেয় আগত অতিথি ও এলাকাবাসীদের। স্কুলের প্রধান শিক্ষক যাদব পাত্র বলেন, এদিন অতিথিদের আমরা ফুলের তোড়ার পরিবর্তে ফুলের চারা গাছ দিয়ে বরণ করি।

অন্যদিকে ওই গ্রামের পার্শ্ববর্তী গ্রামে সাহাপুর মুনলাইট ক্লাব বিগত ১০ বছরের ন্যায় এবছরও আট দলীয় নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতা উপলক্ষ্যে ১৭ ডিসেম্বর রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে। শিবিরে ১৭ জন মহিলা সহ মোট ৬৭জন জন রক্তদান করেন।

সব্জি বিক্রেতার জীবনের বিশেষ কাহিনীই দিদি নম্বর ওয়ান-এ স্থান করে দিল

অরুণাভ বেরা: ভোর ৪টে থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত সবজি বিক্রির হাড় ভাঙা খাটুনি। শ্বশুর ও স্বামীর মৃত্যুর পর সংসারের হাল শক্ত হাতে ধরে অর্থ উপার্জন, ছেলে ও মেয়েকে মানুষ করার লড়াইয়ের কাহিনী। সাফল্যের রাস্তাটা মোটেই মসৃণ ছিল না মানসী কর্মকারের। শ্রম আর জেদে ব্যক্তি জীবনে সাফল্য পেয়েছেন। সম্প্রতি টিভি চ্যানেলের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান দিদি নম্বর ওয়ানে সুযোগ পেয়ে সাফল্য পেলেন মানসীদেবী।

ঘাটাল বিদ্যাসাগর হাইস্কুলে এই অনুষ্ঠানের অডিশনে এক থেকে দেড় মিনিটের মধ্যে মানসীদেবীকে তাঁর জীবনের কাহিনী কথা বলতে বলা হয়। তারপরই অডিশনের লাইনে তিন হাজার আটশ ছিয়াশি নম্বরে থাকা মানসীদেবীকে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে রাজারহাটে স্টুডিওতে ডাকা হয়। ওই এপিসোডে মানসীদেবী স্কোর করেন ৮৫। দিদি নাম্বার ওয়ান হয়ে কেমন লাগছে জিজ্ঞেস করায় মানসীদেবী বলেন, এই অনুষ্ঠানে যেতে পারলে সবারই ভালো লাগার কথা, স্বাভাবিকভাবে আমারও ভালো লাগছে।

মানসীদেবী তাঁর জীবনের ঘাত প্রতিঘাতের কথা জানাতে গিয়ে বলেন, ঘাটাল বসন্তকুমারী বালিকা বিদ্যালয়ে সপ্তম শ্রেণীতে পড়ার সময়ে বিয়ে হয়। বাপের বাড়ি হরিসিংপুরে। বছর দশেক আগে শ্বশুরমশাইয়ের মৃত্যুর পর আর্থিক টানাটানি শুরু হয়। আড়াই বছর আগে স্বামীর মৃত্যুর পর সংসার চালানোর জন্য বাজারে সবজি বিক্রি শুরু করেন মানসীদেবী। এখন শাশুড়ি, জা এবং জায়ের সন্তানদের নিয়ে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। ছেলে শুভদীপ যাদবপুরে মাল্টিমিডিয়া নিয়ে পড়াশুনা করে। মেয়ে মৌমিতাকে এম.এ, বিএড পড়িয়েছেন। মানসীদেবী বলেন, জীবনে লড়াই করেই বেঁচে থাকতে হবে। যতদিন হাত পা সচল থাকবে ততদিন কাজ করে যাবেন বলে তিনি জানান। শ্যুটিঙের সময় টেনশন হচ্ছিল নাকি জিজ্ঞেস করায় তিনি জানান, ছোটবেলায় স্কুলের সব খেলায় জিতে ফিরতাম। হারিনি কখনও। সুতরাং এখানেও কোনও টেনশন করিনি। আত্মবিশ্বাস ছিল।

দিদি নম্বর ওয়ানের সেটে মানসীদেবীকে একটি বড় আটার মণ্ড দিয়ে পেল্লাই সাইজের একটি রুটি বানাতে বলা হয়। তিনি মাত্র ৪৫ সেকেণ্ডে নিখুঁত সুন্দর একটি ঢাউস রুটি বানিয়ে দেন। যা দেখে অভিনেত্রী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় তাকে বলেন, রুটির দোকান করলেও ভালই চলবে। এভাবেই দ্রুততার সঙ্গে সুন্দর নিখুঁত কাজ করেন মানসীদেবী।

সবাই আমাদের দপ্তরে যোগাযোগ করেননি। তবুও যেটুকু জানা গিয়েছে ঘাটালে অডিশন দেওয়ার পর যাঁদের 'দিদি নম্বর ওয়ান'এ শ্যুটিং হয়ে গেছে বা টেলিকাস্ট হয়ে গিয়েছে তাঁরা হলেন— •দিপালী সামন্ত ও সরোজ সামন্ত (কুশপাতার সবিতা নার্সিং হোমের মালকিন), •রুমা দাস(কোন্নগরের বাসিন্দা রুমাদেবী গম্ভীরনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা), •প্রতিভা প্রামানিক ও সায়ন প্রামানিক(গম্ভীরনগরে বাড়ি, ঘাটালের নিউ প্রামানিক জুয়েলার্সের মালকিন), •অঙ্কনা দে (সঙ্গীত শিল্পী কুহু দে বিদের মেয়ে, দাসপুর-১ ব্লকের ফকির বাজারে বাড়ি), •পুনম মাইতি(দাসপুর-২ ব্লকের কামালপুরের স্বাতী মাইতি ও প্রসেনজিৎ মাইতির মেয়ে), •আমাদের 'স্থানীয় সংবাদ'-এর ইউটিউব চ্যানেলের সংবাদপাঠিকা বৈশাখী দত্ত হড়(কোন্নগরে বাড়ি, বৈশাখীদেবী ঘাটালের প্রখ্যাত বিউটিসিয়ান এবং আবৃত্তিকারও বটে) •মালা মণ্ডল খান (কুশপাতায় বাড়ি। মালাদেবী শ্রীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা)। [**প্রতিবেদনের সঙ্গে ছবিটি মানসী কর্মকারের**]

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের নিয়ে অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা: বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের নিয়ে অনুষ্ঠান করল প্রাথমিকের নাড়াজোল-২ চক্র। ১৮ ডিসেম্বর সমগ্র শিক্ষা অভিযানের সহযোগিতায় ও নাড়াজোল-২ চক্রের ব্যবস্থাপনায় এই চক্রেরই আনন্দগড় প্রাথমিক স্কুলে ৪৪ জন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের নিয়ে অঙ্কন, আবৃত্তি, গান প্রভৃতি প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানটি হল। নাড়াজোল-২ চক্রের স্পেশাল এডুকেটর সত্যজিৎ ভুঁইঞা অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন। সত্যজিতবাবু বলেন, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের নিয়ে এধরনের প্রোগ্রামটি নাড়াজোল-২ চক্রে ১৯৮১ সাল থেকে হয়ে আসছে। আনন্দগড় প্রাথমিক স্কুলে প্রধান শিক্ষক প্রলয় বেরা এবং সহ শিক্ষক শ্যামসুন্দর দোলই বলেন, এদিন আবহাওয়া খারাপ থাকলেও অনুষ্ঠানে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের উৎসাহের খামতি ছিল না।

ভুল বানানেই প্রচার চলছে তৃণমূলের

নিজস্ব সংবাদদাতা: তৃণমূল দলনেত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় ব্রিগেডে ১৯ জানুয়ারি সভার কথা আগাম ঘোষণা করেছিলেন। সেই মতো ব্রিগেড সভার প্রস্তুতি শুরু করেছে তৃণমূল। দেওয়াল লিখন, পথসভা, মিছিলের মাধ্যমে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে চলছে লাগাতার প্রচার। কিন্তু দেওয়াল লিখন থেকে শুরু করে ব্যানার পোস্টারে ব্রিগেড হয়ে যাচ্ছে 'বিগ্রেড'! কর্মীদের এহেন প্রচারে সমালোচনাও হচ্ছে বিভিন্ন মহলে। বিরোধীরা অনেকে কৌতুকের সুরে বলছেন, উন্নয়নের ঠেলায় দলের গ্রেড এখন 'বি' হয়েছে। তাই কর্মীরা ব্রিগেডের নাম না লিখে বি-গ্রেড লিখছেন! কর্মীরা সেই দিক থেকে ঠিকই লিখেছেন। যদিও তৃণমূল নেতারা এই ঘটনাকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। তাঁদের বক্তব্য, ডি.টি.পি-র কাজ যারা করে থাকেন তাঁদের অসচেতনতায় এই ভুল।

সাগরপুর হাইস্কুলের অভিনব উদ্যোগ

সনাতন ধাড়া

•সামগ্রিক সবুজায়নের লক্ষ্যে ছোট একটি অংশ হিসেবে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য এক নৈতিক দায়িত্ব পালন করল দাসপুরের সাগরপুর স্যার আশুতোষ উচ্চতর বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা ও বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির সদস্যরা। ২০ ডিসেম্বর ছিল ওই বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার বার্ষিক ফল প্রকাশ অনুষ্ঠান। বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও পরিচালন কমিটির সদস্যরা ভেবেছিলেন ওই দিন ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পরীক্ষার রেজাল্ট তুলে দেওয়ার পাশাপাশি নতুন কিছু দেওয়ার। তাই বার্ষিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের দিনে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর হাতে একটি করে গাছের চারা তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে। বিদ্যালয়ের এই ইচ্ছের কথা জানানো হয়েছিল দাসপুর-১ পঞ্চায়েত সমিতিতে। তাই পঞ্চায়েত সমিতির ব্যবস্থাপনায় সাগরপুর স্যার আশুতোষ উচ্চতর বিদ্যালয়ের সাতশ ছাত্র-ছাত্রীর হাতে একটি করে গাছের চারা তুলে দেওয়া হয়। বিদ্যালয়সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০ ডিসেম্বর ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শিশু ও মেহগিনি গাছের চারা বিতরণ করা হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মানসকুমার মান্না ও সভাপতি জিতেন্দ্রনাথ হাইত জানান, জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের দিকে আমরা যেমন নজর দিই তেমনি পরিবেশ রক্ষা নিয়েও আমাদের প্রত্যেকের ভাবা উচিত।

নিজেরাই সেতু সংস্কার করলেন

নিজস্ব সংবাদদাতা: প্রশাসনের ভরসা ছেড়ে নিজেরাই সেতু সারানোর উদ্যোগ নিলেন গ্রামের বাসিন্দারা। দাসপুর-১ ব্লকের ধর্মা গ্রামের কাঠের সেতুটি বিপজ্জনক অবস্থায় পড়ে রয়েছে। প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে এলাকার মানুষদের ওই সেতুর উপর দিয়েই নিত্য যাতায়াত করতে হয়। গ্রামের মানুষের অভিযোগ, প্রশাসনের কাছে প্রায় এক বছর ধরে বারবার আবেদন জানিয়েও মেরামতির কোনও সুরাহা হয়নি। অবশেষে গ্রামের মানুষ প্রশাসনের উপর ভরসা ছেড়ে নিজেরাই সেতুটি মেরামতের উদ্যোগ নিয়েছে। (➥তথ্য: **শ্রীকান্ত ভুঁইঞা•জগন্নাথপুর**)।

বার বার দুর্ঘটনা

নিজস্ব সংবাদদাতা: একই সপ্তাহের মধ্যে ঘাটাল-পাঁশকুড়া সড়কে পরপর কয়েকটি পথ দুর্ঘটনা নিত্যযাত্রীদের কাছে মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছে। বিভিন্ন গাড়ির চালকের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী জানা গিয়েছে এই শীতে ঘন কুয়াশার কারণেই দুর্ঘটনাগুলি বেশি ঘটছে। চালকেরা বলেন, ঘাটাল থেকে মেচগ্রাম পযন্ত সড়কটি ফোর লেন করলে দুর্ঘটনা অনেকটাই কমবে। (➥তথ্য: **শ্রীকান্ত ভুঁইঞা•জগন্নাথপুর**)।

যাতিক ২০ বছর পূর্ণ করল

নিজস্ব সংবাদদাতা: কুড়ি বছর পূর্ণ করল ঘাটাল মহকুমার চন্দ্রকোণা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সত্যপথে যাতিক'। ওই উপলক্ষ্যে ২৩ ডিসেম্বর চন্দ্রকোণার গোঁসাইবাজারে রবীন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার প্রাঙ্গণে এই পত্রিকার পাঠক-পাঠিকা, লেখক, সংবাদদাতা ও বিজ্ঞাপনদাতাদের নিয়ে একটি মিলন উৎসবের আয়োজন করলেন ওই পত্রিকার সম্পাদক শান্তি পাহাড়ী। শান্তিবাবু বলেন, ১৯৯৮ সালের ৭ নভেম্বর পত্রিকাটির পথ চলা শুরু হয়। তারপর বহু চড়াই উৎরাই অতিক্রম করে বর্তমানে কুড়ি বছর পার করল পত্রিকাটি। এই কুড়ি বছরের দীর্ঘ চলার পথে অন্যতম অবদান রয়েছে এরকম ছ'জনকে পত্রিকার পক্ষ থেকে এদিন সংবর্ধনা দেওয়া হয় বলে জানান পত্রিকার সভাপতি তারাপদ বিশুই। এই ছ'জন হলেন নিমাই দাস, নেপালচন্দ্র বিশুই, গঙ্গেশ চক্রবর্তী, দুর্গা সামন্ত, নিমাই পাত্র এবং শম্ভু সরেন। এদিন 'বর্তমান সময়ে ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকার ভূমিকা' নিয়ে ভাবগম্ভীর আলোচনা করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি অধিকর্তা শান্তনু দত্ত চৌধুরি।

সাগরপুরে চুরি বাড়ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা: শীত বাড়ার সাথে সাথে ছিঁচকে চোরের উপদ্রব বাড়ছে সাগরপুরে। এমনই অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। সম্প্রতি এক সপ্তাহের ব্যবধানে দাসপুরের সাগরপুর মাড়োতলার একটি ধান ভাঙানোর কলঘর, মাংসের দোকান, ডাক্তারের চেম্বারে চুরির ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ। তিনটি ক্ষেত্রেই চাবি ভেঙে দোকানে রাখা খুচরো টাকা পয়সা নিয়ে উধাও হয়েছে চোর। সাগরপুর মাড়োতলার মাংস বিক্রেতা অনুপ খামরই-এর অভিযোগ, ২৩ ডিসেম্বর সকালে তিনি দোকান খুলতে এসে দেখেন তার দোকানের তালা ভাঙা। দোকানের মুরগি চুরি না গেলেও, দোকানে রাখা বাক্সের মধ্যে খুচরো টাকা চুরি গেছে। অনুপবাবু বিষয়টি মৌখিকভাবে দাসপুর থানায় জানিয়েছেন বলে জানান।

পিডিএ'র রক্তদান

নিজস্ব সংবাদদাতা: ২২ ডিসেম্বর ঘাটালে প্লেয়ারস্ ডেভেলপমেন্ট আকাদেমির (পিডিএ) উদ্যোগে রক্তদান শিবির হল। ঘাটাল বিদ্যাসাগর স্কুল মাঠে আয়োজিত ওই রক্তদান শিবিরে ৪৬ জন রক্তদান করেন। শিবিরের উদ্বোধন করেন ঘাটাল পুরসভার চেয়ারম্যান বিভাস ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন চিকিৎসক পীযূষকান্তি ঘোষ, ঘাটাল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের সার্জেন ডাঃ দিলীপকুমার মণ্ডল সহ অন্যান্যরা। পিডিএ-র সম্পাদক অশোককুমার দে, সভাপতি বিশ্বনাথ অধিকারি, ক্রীড়া সম্পাদক সঞ্জিত ঘোষ বলেন, এই রক্তদান শিবিরটি ছ'বছরে পদার্পন করল। এদিন রক্তদাতাদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মত।

উন্নততর রোগী পরিষেবার লক্ষ্যে
এখন জি.এফ.সি হাসপাতালে
আই.সি.ইউ (ICU)
GFC Hospital কুশপাতা ■ ঘাটাল ■ পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১২১২
মোঃ ৯৪৩৪৪১৩৮২৫ / ৮১৭০০০৪৮৬৬ / ৮৯০০০২০০০৬

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে নতুন বছরে নতুন পদক্ষেপ...
আর কাগজে-কলমের ঝক্কি নয়, এবার থেকে
অনলাইনে বিবাহ রেজিস্ট্রি করুন—
পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সর্বপ্রথম অনলাইন ম্যারেজ রেজিস্ট্রার অফিসার
মন্ময়কুমার জানা
বিশদে জানতে যোগাযোগ করুন মো: ৯৭৩২৫৮৮০১০
অফিস
জগন্নাথপুর • দাসপুর • পশ্চিম মেদিনীপুর
"সময়ের সাথী"—আপনার সাথে / পরিষেবা পান সহজে, সাথে সাথে
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক তৃপ্তি পাল কর্মকার কর্তৃক দুবরাজপুর, ডাক: ডিহিরামনগর, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১২১২ হইতে প্রকাশিত এবং মা কালী অফসেট প্রেস, কোন্নগর, ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে মুদ্রিত
•সম্পাদক: তৃপ্তি পাল কর্মকার •প্রধান কার্যালয় 'জি.এফ.সি' বিল্ডিং; কুশপাতা; ডাক: ঘাটাল; পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১২১২ (প্লাস কোড: MP2P+QC •সহ-সম্পাদক: রবীন্দ্র কর্মকার